মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা

www.dhakaeducationboard.gov.bd

নং-১০৩/উচ্চমাধ্যমিক/পরীক্ষা/২০১৭/ ১৫০ তারিখ: ০৪. ০৭. ২০১৭

সূত্র : প্রধান পরীক্ষকের ৪/৭/২০১৭ এর আবেদন পত্র।

বিষয় : পাবলিক পরীক্ষা (এইচ এস সি-২০১৭) এর দায়িত্বে অবহেলার কারণে বিধি মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণ প্রসঙ্গে।

মহোদয়,

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা- এর এইচ এস সি/২০১৭ সালের ইংরেজি ১ম পত্র বিষয় কোড-১০৭এর পরীক্ষা গত ০৬/০৪/২০১৭ তারিখ অনুষ্ঠিত হয়। পরবর্তীতে উত্তরপত্র বিতরণের জন্য প্রধান পরীক্ষকদের সভা অনুষ্ঠিত হয় ১২/০৪/২০১৭ তারিখে এবং পরীক্ষদের উত্তরপত্র বিতরণ করা হয় ১৯/০৪/২০১৭ তারিখে। উত্তরপত্র মূল্যায়ন শেষে পরীক্ষকগণ নির্দিষ্ট সময়ে প্রধান পরীক্ষকের নিকট উত্তরপত্র প্রেরণ করবেন। উক্ত বিষয় ও পত্রের প্রধান পরীক্ষকদের বোর্ডের কম্পিউটার কেন্দ্রে OMR জমা দেয়ার তারিখ ছিল ১ম কিস্তি- ০৩/০৫/২০১৭ এবং ২য় কিস্তি -১০/০৫/২০১৭।

ফলাফল নির্দিষ্ট সময়ে নির্ভুলভাবে প্রকাশ করার স্বার্থে বোর্ডের কম্পিউটার সেল প্রধান পরীক্ষদের নিকট চাহিদা তালিকা দেয়। সেই তালিকা অনুযায়ী গত ০৩/০৭/২০১৭ তারিখ উচ্চ মাধ্যমিক শাখা থেকে ইংরেজি ১ম পত্র, বিষয় কোড১০৭ এর প্রধান পরীক্ষক জনাব রেহানা মুন্নী,সহযোগী অধ্যাপক, ইংরেজি, সরকারি বাংলা কলেজ,ঢাকা (মোবাইল-০১৭১২৫৮২৮৫৩), প্রধান পরীক্ষক কোড নং-১০৬৮-কে ফোনে OMR -এর চাহিদার কথা জানালে, তিনি পরদিন ০৪/০৭/২০১৭- তারিখ পরীক্ষা নিয়ন্ত্রককে লিখিতভাবে জানান যে, তিনি তাঁর একজন পরীক্ষকের OMR এখনও পান নাই। তিনি আরও জানান যে উক্ত পরীক্ষক অদ্যাবধি উত্তর পত্রও মূল্যায়ন করেননি। তিনি উল্লেখ করেন যে, তিনি পরীক্ষককে মোবাইল ফোনে পান নাই। কিন্তু যথাসময়ে বোর্ডকে অবগত কেন করা হয়নি, বিষয়টি জিজ্ঞেস করলে তিনি কোন উত্তর দেননি। এটি সুস্পষ্টভাবে দায়িত্ব অবহেলা ও উদাসীনতার সামিল (প্রধান পরীক্ষকের লিখিত বক্তব্য সংযুক্ত)।

প্রধান পরীক্ষকের আবেদন পত্র পাওয়া মাত্র বোর্ড তাৎক্ষণিকভাবে পরীক্ষক জনাব শরীফ এ,এম, রেজা বাকের, প্রভাষক, ইংরেজি, ক্যামব্রিয়ান করেজ, গুলশান, ঢাকা, (মোবাইল-০১৭৯৪৭৫৬৬৮৮), পরীক্ষক কোড নং-২৩৫৪, এর সাথে ফোনে যোগাযোগ করলে তিনি জানান যে তিনি এখনও গ্রহণকৃত ৬০০(ছয়শত) উত্তরপত্রের একটিও মূল্যায়ন করেননি। তাঁকে উত্তরপত্রসহ বেলা ২ ঘটিকার মধ্যে অত্র শিক্ষা বোর্ডে হাজির হতে বলা হয়, তিনি ২.৩০ মি: -এ উত্তরপত্রসহ হাজির হন এবং অযৌক্তিক ও অপ্রয়োজনীয় অজুহাতে কৃতকর্মের জন্য লিখিত আবেদন পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক বরাবর উপস্থাপন করেন।প্রধান পরীক্ষক ও পরীক্ষক উভয়ে অভিযোগ করেন যে, উভয় উভয়কে বার বার ফোন দিয়ে পাননি। অথচ উভয়েই বোর্ডে কোন কর্তৃপক্ষের সাথে ফোনে বা সরাসরি কোন প্রকার যোগাযোগ করাতো দূরে থাক, কোন যোগাযোগের চেষ্টাও করেননি। (কপি সংযুক্ত)।

উল্লিখিত বর্ণনা মোতাবেক পাবলিক পরীক্ষা আইন,পরীক্ষা নীতিমালা ও নির্দেশনা অনুযায়ী প্রধান পরীক্ষক এবং পরীক্ষক উভয়েই দায়িত্বে চরম অবহেলা ও উদাসীনতা দেখিয়েছেন বলে সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়েছে। পাবলিক পরীক্ষার মত অতি গুরুত্বপূর্ণ কাজে এ ধরনের অবহেলা ও উদাসীনতা দেখিয়ে তাঁরা উভয়েই শাস্তিযোগ্য অপরাধ করেছেন। এ বিষয়ে বিধি মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হলো।

০৪.০৭.১৭

প্রফেসর মো: মাহাবুবুর রহমান
চেয়াম্যান
মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যামক শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা।
ফোন: ৯৬১৫২৩৫

মহাপরিচালক
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর
বাংলাদেশ,ঢাকা

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় কার্যার্থে অনুলিপি প্রেরিত হলো ঃ

১। সচিব,মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়,ঢাকা
২। অতিরিক্ত সচিব (মাধ্যমিক-১), মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়,ঢাকা
৩। অধ্যক্ষ, সরকারি বাংলা কলেজ, মিরপুর-১,ঢাকা
৪। সভাপতি, গভর্নিং বডি, ক্যামব্রিয়ান কলেজ, গুলশান, ঢাকা
(অভিযুক্ত পরীক্ষক জনাব শরীফ এ,এম,রেজা বাকের, প্রভাষক কে চাকুরী হতে অব্যাহতি প্রদানের অনুরোধ করা হলো)
৫। জনাব রেহানা মুন্নী, সহযোগী অধ্যাপক, ইংরেজি, সরকারি বাংলা কলেজ,ঢাকা
৬। জনাব শরীফ এ,এম,রেজা বাকের, প্রভাষক, ইংরেজি, ক্যামব্রিয়ান কলেজ, গুলশান, ঢাকা
৭। অফিস কপি

০৪.০৭.১৭

প্রফেসর মো: মাহাবুবুর রহমান
চেয়াম্যান
মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যামক শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা।